চাকরি না পেয়ে যুবকের আত্মহত্যা
‘উন্নয়ন’কে বিদ্রুপ করে গেল

হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও উপযুক্ত একটা কাজ জোগাড় করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন সোনারপুরের তরুণ অতনু মিস্ত্রি। নিশ্চিন্ত জীবনের গড্ডলিকা প্রবাহের গালে যেন চড় কষিয়ে দিয়ে গেল এই তরুণ প্রাণের অকালে ঝরে যাওয়া। সরকারি কর্তারা বলতেই পারেন— এমন তো কতই হয়! কিন্তু গোটা সমাজকে বাকরুদ্ধ করে দিয়ে গেছেন অতনু।

আর্থিক অভাব সয়েও শুধু এম এ নয়, বি এড-ও পাশ করেন অতনু। সম্প্রতি প্রাথমিক ও হাইস্কুলের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন চাকরি করে বাবা-মায়ের সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনার। কিন্তু ইন্টারভিউয়ে ডাক পেলেও চাকরি পাননি। ৭ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে। তা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না গরিব পরিবারটির। বন্ধুরা অনেকেই ছোটখাটো নানা কাজে যুক্ত হয়ে মেনে নিয়েছিলেন ভবিতব্যকে। অতনু মানতে পারেননি। ভাবতে পারেননি উচ্চশিক্ষিত হয়েও বেসরকারি সংস্থাতে ঘর মোছার কাজ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাঁকে। হতাশায় চরম সিদ্ধান্তের পথ বেছে নিয়েছেন।

শুধু কি অতনু? বালির যুবক ভবানীশঙ্কর দাস ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও চাকরি জোটাতে না পেরে ছুটন্ত লরির তলায় প্রাণ দিয়েছেন। রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে গত বছর আত্মহত্যা করেছিলেন যে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার, সেই নীলাদ্রি দত্ত-ও চাকরি না পেয়ে অবসাদে ভুগছিলেন। সিলিং থেকে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়ার সময় কিংবা মেট্রো রেলের লাইনে গলা দেওয়ার সময়ে বাবা-মা, প্রিয়জনদের মুখগুলি এঁদের চোখের সামনে একবার হয়ত ভেসে উঠেছিল, কিন্তু ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারে মধ্যে কোথাও বেঁচে থাকার মতো এতটুকু আশার আলো খুঁজে পাননি তাঁরা। জীবনের ব্যর্থতার জন্য নিজেদেরকেই দায়ী করে সমাজের প্রতি গভীর অভিমানে জীবন শেষ করে দিয়েছেন তাঁরা। এমনই হাজার-লক্ষ বেকার যুব সমাজের প্রতিনিধি অতনু-ভবানীশঙ্কর-নীলাদ্রিরা।

কয়েক মাস আগে মালদা মেডিকেল কলেজে ডোমের চাকরির জন্য আবেদন করেছেন পিএইচডি, এমএ, এমফিল পাশ ছাত্ররা। সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজের জন্য আবেদন করেছেন এমএ পাশ যুবকেরা। বেকারির জ্বালা কতটা, তা আঁচ করা যায় যে কোনও কাজের জন্য উচ্চশিক্ষিত যুবকদের এমন মরিয়া হতে দেখলে। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের (এনএসএসও) রিপোর্ট বলছে, দেশে কর্মসংস্থানের ভয়ঙ্কর দুর্দশা। পাঁচ বছরে চাকরি বেড়েছে মাত্র ৩ শতাংশ। ২০১৭-র জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাত্র চার মাসে কাজ হারিয়েছেন ১৫ লক্ষ মানুষ। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সি এম আই ই) এই তথ্য পেশ করেছে। এক সমীক্ষায় প্রকাশ হয়েছে, প্রতি বছর এ দেশে বেকারির কারণে অন্তত ৪৫ হাজার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ এর ব্যতিক্রম নয়।

তাহলে নেতা-মন্ত্রী-সরকারি বিশেষজ্ঞরা যে এত উন্নয়নের প্রচার করছেন, সে উন্নয়ন তবে কার হচ্ছে? দেশের যদি উন্নয়নই হয় তবে, বেকাররা কাজ পাচ্ছে না কেন? বাস্তবে নেতা-মন্ত্রীরা যতই উন্নয়নের মন্ত্র জপে বেড়ান, কিংবা আচ্ছে দিনের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়ান, সরকারি ক্ষেত্রে তো বটেই, বেসরকারি ক্ষেত্রেও কাজের সুযোগ ক্রমাগত কমছে। উন্নয়ন যা হচ্ছে তা শুধুমাত্র সংখ্যায় অল্প একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের। দেশের কোটি কোটি যুবক-যুবতী যখন যে কোনও একটা কাজের জন্য হাহাকার করছে, তখন আম্বানিরা এশিয়ার দ্বিতীয় ধনী পুঁজিপতির স্থান দখল করছে, টাটা-বিড়লা-আদানি-গোয়েঙ্কাদের মুনাফা লাফিয়ে বাড়ছে। দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ পেটোয়া সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের মদতে অবাধে লুঠতরাজ চালাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা। তাদের মুনাফা ক্রমাগত আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। কর্মসংস্থান বাড়ছে না। অর্থনীতিবিদরা এর নাম দিয়েছেন জবলেস গ্রোথ— কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন। ফলে ধনী-দরিদ্রে ফারাক বাড়ছে। বাজারে উৎপাদিত দ্রব্য কেনার লোক নেই, ফলে উৎপাদনও হচ্ছে নামমাত্র। নতুন শিল্প হচ্ছে না। সেজন্য চাকরিও নেই। মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থার আজ আর ক্ষমতা নেই শিল্পায়ন ঘটানোর। ফলে বেকারদের কর্মসংস্থান দুরাশা। এই কঠিন সত্যটা দেশের যুবসমাজকে আজ বুঝতে হবে। এই সত্যকেই নানা কৌশলে আড়াল করে চলেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। এই প্রতারণা নীরবে মেনে নিলে অসংখ্য অতনুর অসহায় মৃত্যুর সাক্ষী হতে হবে আমাদের।